সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সোলার প্ল্যান্ট বসানোর ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৩ মে ২০২৬, ০২:২২ পিএম

বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। সংগৃহীত ছবি

দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে সোলার প্ল্যান্ট বসানোর ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। এ সময় তিনি বলেছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কার্পণ্য করবে না সরকার। ২০৩০ সালের মধ্যে দুই হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

আজ বুধবার ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ‘অন গ্রিড ওপেক্স মডেল সোলার সিস্টেম প্রজেক্ট’-এর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন। তার প্রাধান্যের তালিকায় প্রথম বিষয় শিক্ষা, দ্বিতীয় বিষয় শিক্ষা এবং তৃতীয় বিষয়ও শিক্ষা। একটি দেশের উন্নয়নের মূল ভিত্তিই শিক্ষা। এ ছাড়া কোনো জাতি কখনো উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না।’

তিনি বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও তারা উন্নত হতে পারেনি। আবার কিছু দেশ সীমিত সম্পদ নিয়েও শিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদের মাধ্যমে বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাই বাংলাদেশের বিপুল জনশক্তিকে সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এহছানুল হক মিলন বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি দেশপ্রেম, নৈতিকতা এবং ধর্মীয় ও পারিবারিক মূল্যবোধ ধারণ করতে হবে। ‘ভ্যালুস ছাড়া কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না।

পরিবার থেকেই একজন মানুষের প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এসএসসি ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সময়টিই শিক্ষার্থীদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান জট দূর করতে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ১০ বছরের মধ্যেই এসএসসি এবং ১২ বছরের মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’

এ বিষয়ে আজ একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘সেখানে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সিলেবাস যথাযথভাবে সম্পন্ন করে কীভাবে সময় নষ্ট না করে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা নেওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।’

মন্ত্রী বলেন, সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, উন্নত অবকাঠামো ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা বিস্তারে কাজ করছে। রাষ্ট্র শিক্ষার্থীদের জন্য যা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। প্রতিদানে শিক্ষার্থীদেরও দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জাবের হোসেন, মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল এবং ওমেরা রিনিউয়েবল এনার্জির সিইও মাসুদুর রহিম।